দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 28 AUG 1994
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

12

অনুকরণযোগ্য

অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃ-বিজ্ঞান বিভাগ

মাত্র এক বছরে ব্যতিক্রমী একটি বিভাগ হিসাবে প্রতিষ্ঠা পেয়ে গেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃ-বিজ্ঞান বিভাগ। এর সম্ভাবনা, সমস্যা নিয়েই বর্তমান প্রতিবেদন।

দেশের সবচেয়ে বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। একটি স্বতন্ত্র বিভাগ হিসাবে ১৯৯২-৯৩ শিক্ষাবর্ষে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থাপিত হয় নৃ-বিজ্ঞান বিভাগ। সদ্য স্থাপিত এ রকম একটি বিভাগ নিয়ে কথা বলার সময় এখনও আসেনি বলে মনে হতে পারে অনেকের। কিন্তু মাত্র এক বছরে নানা ব্যতিক্রমী সাফল্য দেখিয়ে বিভাগটি ইতোমধ্যে অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে (দেখুন 'নৃ-বিজ্ঞান বিভাগের সাফল্য')।

আমাদের অজানা নেই যে, নৃ-বিজ্ঞান একটি আধুনিক বিষয় বা সাবজেক্ট। বিষয়টি উচ্চশিক্ষার স্তরে উন্নত-অনুন্নত সব দেশে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে পড়ানো হয়। কোন দেশের সমাজ, সামাজিক বিভিন্ন গোষ্ঠী, তাদের জীবনযাপন, ''সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ইত্যাদি দিক সম্পর্কে গভীরভাবে পরিচিত হতে গেলে নৃ-বিজ্ঞানের সাহায্যেই তা ভালভাবে বোঝা যায়। বিশেষজ্ঞরা লক্ষ্য করেছেন, এইসব প্রসঙ্গের তুলনামূলক বিশ্লেষণের জন্যও নৃ-বিজ্ঞানের পঠনপাঠন বেশ কাজে লাগে। বিভাগ হিসাবে নৃ-বিজ্ঞান চট্টগ্রাম ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে বেশ কয়েক বছর ধরে চালু রয়েছে। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। অথচ এই বিভাগ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব অনেক আগে ১৯৮১ সালে উত্থাপন করেন প্রফেসর আনোয়ারুল্লাহ চৌধুরী। জনাব চৌধুরীই এখন বিভাগটির প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান, তখন ছিলেন সমাজবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক এবং সিনেট সদস্য। সিনেট সদস্য হিসাবেই তিনি বিভাগ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন। এই প্রস্তাব সিনেট নীতিগতভাবে গ্রহণ করলেও বিভাগ প্রতিষ্ঠায় বেশ বিলম্ব ঘটে। এরও এক দশক পর ১৯৯১ সালে সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডীন থাকাকালে আবার নৃ-বিজ্ঞান বিভাগ খোলার যৌক্তিকতা দেখিয়ে একটি প্রস্তাব অনুষদের সভায় উপস্থাপন করেন। অনুষদে এ প্রস্তাব অনুমোদিত হলে সিন্ডিকেট বিভাগটি খোলার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

স্বতন্ত্র বিভাগ হিসাবে ১৯৯২-৯৩ শিক্ষাবর্ষে শুরু হয় নৃ-বিজ্ঞান বিভাগের যাত্রা। বর্তমানে কলাভবনের তৃতীয় তলায় মাত্র ৩টি রুম নিয়ে চলছে এর বিভাগীয় কাজকর্ম। নৃ-বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রসংখ্যা

ডঃ আনোয়ারুল্লাহ চৌধুরী

দুই ব্যাচে ১০০ জন। শিক্ষক সংখ্যা এই মুহূর্তে আট। এই আটজনের ৪ জন স্থায়ী, ৪ জন খণ্ডকালীন শিক্ষক। কিন্তু মাত্র ৩টি রুম পাওয়া বিভাগীয় শিক্ষকরা একটা রুম সবাই মিলে কমনরুমের মতো করে ব্যবহার করছেন। অন্য দু'টির একটি অফিস, একটি চেয়ারম্যানের রুম হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। অর্থাৎ বিভাগে নেই শিক্ষকদের ন্যূনতম প্রয়োজনীয় রুম, নেই ছাত্রদের গুরুত্বপূর্ণ সেমিনার কক্ষ, যেখানে বসে তারা পড়াশোনা করতে পারে।

২৫ আগস্টের মধ্যাহ্নে আমি যখন বিভাগটির বর্তমান অবস্থা সরেজমিনে দেখার জন্য কলাভবনে আসি, তখন বিভাগে উপস্থিত ছাত্রছাত্রীরা তীব্র ক্ষোভ ও হতাশার সঙ্গে আমাকে জানালেন তাদের দুরবস্থার কথা। ফারহানা আজিম বললেন, পড়ার জন্য সেমিনার রুমতো নেই-ই এমনও ঘটেছে যে, একটা ফাঁকা ক্লাসরুমের খোঁজে আমরা কলাভবনের তিন তলার প্রত্যেকটি তলার প্রত্যেকটি রুমে হানা দিয়েছি। ক্লাস করার জন্য ফাঁকা কোন রুম পাইনি। তরুণ প্রভাষক সাইফুর রশীদ, যিনি বিভাগের শুরুর দিন থেকে জড়িত, জানালেন সঙ্কটের অন্য একটা দিকের কথা। বললেন নৃ-বিজ্ঞান বিভাগের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত নৃ-বিজ্ঞান যাদুঘরের নিদর্শনগুলো রুমের অভাবে সংরক্ষণ করা যাচ্ছে না। চেয়ারম্যানের রুমে তা সংরক্ষণ করে রাখতে হচ্ছে। লাইব্রেরিতে নেই ছাত্রদের প্রয়োজনীয় বই। বার বার রিকিউজিশন দিয়েও তা আনানো যায়নি।

বগুড়ার ঠ্যাঙামারা গ্রামে চলছে গবেষণার উপাত্ত সংগ্রহ

কিন্তু এইসব প্রতিকূলতা সত্ত্বেও ছাত্রদের পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ তীব্র। পাঠদানের পদ্ধতিটাই এমনভাবে গড়ে তোলা হয়েছে যাতে ছাত্ররা পাঠগ্রহণে আগ্রহী হয়ে ওঠে। প্রায়োগিক জ্ঞান অর্জনের জন্য বাংলাদেশে এই নৃ-বিজ্ঞান বিভাগই প্রথম প্রতিটি পেপারে ক্লাস টিচিংয়ের সঙ্গে ফিল্ড ওয়ার্ক বাধ্যতামূলক করেছে। এর নম্বর ১০০-এর মধ্যে ২০। ছাত্রদের স্বাধীন চিন্তা-ভাবনার বিকাশ ঘটাবার জন্য ক্লাসেও টার্মপেপার উপস্থাপন করার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে যার ওপর ছাত্র-শিক্ষক যে কেউ মুক্ত আলোচনা করতে পারে। নৃ-বিজ্ঞান যেহেতু মানববিজ্ঞান, চলমান জীবন ও সংস্কৃতিকে বুঝতে চায়, ফলে ফিল্ডে গিয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জনের ওপর চাপ দেয়া হয়েছে সবচেয়ে বেশি। এই লক্ষ্যে প্রথম ব্যাচটি গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করে থিসিস পেপার জমা দিয়েছে। অথচ ফিল্ডে যাবার প্রয়োজনীয় ফান্ড অর্থাৎ অর্থ বিভাগের ছিল না। একটি প্রতিষ্ঠানের আংশিক আর্থিক সহায়তায় গবেষণা কাজটি সম্পন্ন করা হয়েছে। ভবিষ্যতে প্রায়োগিক জ্ঞান অর্জনের পদ্ধতিটি টিকিয়ে রাখতে হলে দরকার হবে প্রচুর অর্থের। বিভাগের সাফল্যের বর্তমান ধারা ধরে রাখার জন্য এই অর্থের সংস্থান করা জরুরী। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে নিঃসন্দেহে।

''আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সম্প্রসারিত হবে নৃ-বিজ্ঞান বিভাগের গবেষণাকর্ম''

প্রফেসর আনোয়ারুল্লাহ চৌধুরী

নৃ-বিজ্ঞানের চেয়ারম্যান প্রফেসর আনোয়ারুল্লাহ চৌধুরী এক সাক্ষাতকারে বললেন, সামাজিক বিজ্ঞানের গবেষণার ধারায় নৃ-বিজ্ঞান আরও বেশি অবদান রাখবে। তাঁর মতে, বাংলাদেশের সমাজ ও সংস্কৃতিকে নৃ-বিজ্ঞানের মাধ্যমেই সবচেয়ে ভালভাবে জানা সম্ভব। বিভাগটিকে তাই তিনি আরও গতিশীল, আরও সমৃদ্ধ করতে চান। ছাত্র ও শিক্ষকদের যৌথ অংশগ্রহণের মাধ্যমেই তা সম্ভব। এজন্য পাঠদান পদ্ধতিতে অনুসরণ করা হচ্ছে ভিন্ন এক পদ্ধতি।

প্রফেসর চৌধুরী বিভাগের কার্যক্রমকে আন্তর্জাতিক মান ও পর্যায়ে উন্নীত করার জন্য আগামী অক্টোবর মাসে ইংল্যান্ড ও ইউরোপের বেশ কয়েকটা দেশ সফরে যাবেন। যুক্তরাজ্য ও নেদারল্যান্ডের বেশ কয়েকটা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যৌথভাবে গবেষণাকর্ম পরিচালনায় এই সফর ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখবে বলে তিনি আশাবাদী। ১৯৯৫-৯৬ শিক্ষাবর্ষে যৌথভাবে এই গবেষণাকর্ম শুরু করা যাবে বলে তাঁর ধারণা। তবে বিভাগের বিভিন্ন সমস্যা বিশেষত ভৌত কাঠামোগত সমস্যা নিয়ে তিনি উদ্বিগ্ন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দ্রুত এসব সমস্যার সমাধানে কার্যকরী পদক্ষেপ নিবে বলে তাঁর বিশ্বাস।

এক বছরের সাফল্য

- প্রায়োগিক দিকের ওপর গুরুত্ব দিয়ে নৃ-বিজ্ঞান পড়ানোর পদ্ধতি প্রবর্তন।
- ক্লাস টিচিংয়ের সঙ্গে ফিল্ড ওয়ার্ক বাধ্যমূলক করা হয়েছে। এই ফিল্ড ওয়ার্কের অংশ হিসাবে বিভাগের প্রথম ব্যাচ বগুড়ার বাংরো গ্রামে গিয়ে ঐ এলাকার পরিবার ব্যবস্থা, ধর্মবিশ্বাস, জ্ঞাতি সম্পর্ক, বিবাহ ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা করে থিসিস পেপার জমা দিয়েছে।
- ঢাকার বস্তিবাসীদের নিয়ে গবেষণা করা।
- ভবিষ্যত পরিকল্পনা ঃ বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর জীবনধারা, ইতিহাস, রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি, নেতৃত্ব, ধর্ম ঐতিহ্য ইত্যাদি নিয়ে গবেষণা। রাখাইনদের ওপর প্রথম কাজ করা হবে এই লক্ষ্যে। নবেম্বর থেকে শুরু হবে গারোদের নিয়ে গবেষণার কাজ।
- বিভিন্ন পেশাজীবী শ্রেণী যেমন জেলে, সাপুড়ে, শাঁখারিসহ বিভিন্ন গ্রুপ নিয়ে কাজ শুরু হবে আগামী বছর।
- শুরু হয়েছে নৃ-বিজ্ঞান যাদুঘর গড়ে তোলার কাজ।
- নবেম্বরে কুমিল্লার বার্ডে অনুষ্ঠিত হবে নৃ-বিজ্ঞান বিষয়ক সপ্তাহব্যাপী কর্মশালা। উপমহাদেশের প্রখ্যাত নৃ-বিজ্ঞানীরা এতে অংশ নিবেন।